পদ্মায় নৌকা ডুবিতে নিখোঁজ ৪

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর পদ্মা নদীতে দুইটি ডোঙা নৌকা ডুবিতে ৪ জন নিখোঁজের খবর পাওয়া গেছে। এঘটনায় আরো ৯ জন অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

মঙ্গলবার(০৭ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে নদী সংলগ্ন সাদিপুর ইউনিয়নের ঘোষপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় এ নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটেছে।

নিখোঁজ ব্যক্তিরা হলেন- জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের হারান শেখের ছেলে জুয়েল (৩০), নজু’র ছেলে জাকির (২৫), জলিলের ছেলে শরিফুল (৩১) ও রঞ্জিতের ছেলে জুবা (৩২)।

উদ্ধারকৃত ব্যক্তিরা হলেন একই এলাকার তুকা প্রামাণিকের ছেলে জহির(৩৩), কটার ছেলে বিপুল (৩০),আমজেদের ছেলে বকুল (৪০), শাহজামালের ছেলে সাজু (৩৫), ফজলের ছেলে তদে (৩২), আগা’র ছেলে সুলতান(৩০), মানিকের ছেলে মনসুর (৩২),খবিরের ছেলে জামিন (৩০) ও শামিমের ছেলে রিফাত (১৫)।এদের সবার পেশায় দিনমজুর।

জানা গেছে,ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের জামালপুর থেকে ইঞ্জিল চালিত করিমনে কুমারখালীর ঘোষপুর এসে দুইটি ডোঙা নৌকায় পদ্মা নদী পাড় হয়ে উলু ঘাস কাঁটাতে চরে যাচ্ছিল ১৩ জন দিনমজুর। একটি নৌকায় ছিল ৯ জন ও অপর নৌকায় ৪ জন।নদীর কুল থেকে একটু দুরে যাইতেই পানির প্রবল স্রোতে নৌকা দুটি ডুবে যায়। এরপর ৯ জন সাঁতার দিয়ে নদীর কুলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখনও নিখোঁজ রয়েছে ৪ জন।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তোফাজ্জেল হোসেন বলেন,করিম গাড়িতে এসে ডোঙা নৌকায় নদী পাড়ি দিয়ে চরে উলু ঘাস কাঁটতে যাওয়ার সময় দুইটি নৌকা ডুবে যায়।এরপর সাঁতার কেটে ৯ জন নদীর কুলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখন পর্যন্ত ৪ জন নিখোঁজ রয়েছে। উদ্ধারকৃতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ায় সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং এরা সবাই ভেড়ামারা উপজেলার জামালপুরের লোক।তিনি আরো জানান,নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিস কে খবর দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে কুমারখালী ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা অমিয় কুমার বিশ্বাস জানান,সাদিপুর একটি রিমোর্ট এলাকা হওয়ায় আমরা এখনও ঘটনাস্থলে পৌছাতে পারিনি,তবে পাবনার ফায়ার সার্ভিস দল কাজ করছে।

এন্ড্রু কিশোরকে নিয়ে যেভাবে স্মৃতিচারণ করলেন জেমস

কিংবদন্তি শিল্পী এন্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ করলেন দেশের আরেক জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জেমস। তার স্মৃতিচারণায় উঠে আসে হৃদয়স্পর্শী কিছু কথা।

জেমস বলেন, “এন্ড্রু দা আমার কয়েক বছরের সিনিয়র। আমরা একই অঞ্চলের মানুষ। একসঙ্গে তার সঙ্গে কত গল্প, কত স্মৃতি বলে বোঝাতে পারব না। একটি পত্রিকার অনুষ্ঠানে তার হাত থেকে আমি ক্রেস্ট নিয়েছিলাম।

তার হাসিমাখা মুখ আর ওই ক্রেস্ট নেওয়ার মুহূর্তের আনন্দটা ছিল অসাধারণ। সে সময় তার সঙ্গে কানে কানে কথা হয়েছিল। ‘কেমন আছেন সব ঠিকঠাক তো?’ মনে হয় দুষ্টুমির ছলেই এ কথাটা বলেছিলাম। এন্ড্রু দা শুনে হাসছিলেন।

তার হাসিমাখা মুখটা ভুলে থাকা কঠিন, সত্যিই অনেক কঠিন! এক রকম সরলতা সব সময় বিরাজ করত তার চোখে-মুখে। সেই সরলতামাখা মায়াভরা মুখ আর কখনও দেখতে পাব না, এটা ভাবতেই পারছি না।

এন্ড্রু দার সঙ্গে আমার শেষ কথা হয় তিনি যখন সিঙ্গাপুর চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন। ফোনে তার সঙ্গে কথা হয় অনেক। দাদাকে আমি চিকিৎসা বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলাম। ক্যান্সারের চিকিৎসা নেওয়ার সময় মাঝপথে মনে হয় ভালো হয়ে গেছি, এমন ভাবই হয়। যার ফলে অনেকেই আর পুরো চিকিৎসাটা করেন না। কেননা রোগী কিংবা তার স্বজনরা মনে করেন ভালো হয়ে গেছি। অনেক সময় ডাক্তাররাও সেটা মনে করেন।

একটা বিষয় আমি জানি, ক্যান্সারের জীবাণু, বিশেষ করে লিম্ফোমা যদি দ্বিতীয়বার ব্যাক করে তাহলে সেটা দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আসে। ডাক্তারের কাছেই শুনেছি। আমি এন্ড্রু দাকে বলেছি, আপনি কিন্তু পুরো চিকিৎসা করে একেবারে নিশ্চিত হয়ে দেশে আসবেন। সেদিন দাদা খুব খুশি হয়েছিলেন।

দাদা আজ আমাদের মাঝে আর নেই, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গীতে তার আসন কোথায় তা কারোরই বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তিনি অনেক কিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি তার গানেই আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। দাদা যেখানে থাক, ভালো থাক- এটাই কামনা করি।”

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুন (৭২) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। সে গাংনী পশু হাসপাতাল পাড়ার মৃত আব্দুল গনীর স্ত্রী।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান, গত কয়েকদিন আগে জোবাইদা খাতুনের নমুনা সংগ্রহ করতে গেলে নমুনা সংগ্রহ করতে দেয়া হয়নি। যেহেতু করোনা উপসর্গ নিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে সেক্ষেত্রে তার নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত জোবাইদার ছেলে আক্তারুজ্জামান চঞ্চল,বড় ছেলে বাচ্চুর স্ত্রী স্বাস্থ্য কর্মী ফারহানা ও মেয়ে নুসরাত জাহান সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে জোবাইদা খাতুন করোনা সংক্রমিত হতে পারে। তবে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পর করোনা আক্রান্তে মৃত্যু হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান,যেহেতু করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুনের মৃত্যু হয়েছে, সেহেতু তাকে ইসলামী ফাউন্ডেশনের কর্মীরা সরকারি ও ইসলামী বিধি অনুযায়ী দাফন করবে।

মেহেরপুরে অর্জিত হচ্ছে না লক্ষ্যমাত্রা !

মেহেরপুরে ধান-চাল ক্রয়ের লক্ষ্যেমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না। সরকারি মূল্যের চেয়ে খোলা বাজারে মূল্য বেশি থাকায় সরকারি গুদামে মিলার ও কৃষকরা ধান-চাল সরবরাহে অনিহা দেখাচ্ছেন। এ বিষয়ে নোটিশ দিয়ে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত পুনরায় সময় বাড়ানো হলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা দেখছে না খাদ্য অফিস। এছাড়াও লটারিতে নাম ওঠা কৃষক ব্যাতিত তালিকা ভুক্ত সকল কৃষক ধান বিক্রি করতে পারবে এমন প্রস্তাবেও সাড়া নেই।

এ বছর মেহেরপুর জেলায় চাল ক্রয়ের সরকারি লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ হাজার ৪শ ৩৮ মেট্রিকটন চাল। তবে এখনো পর্যন্ত এর শিকেভাগও অর্জিত হয়নি। জেলায় চাল সরবরাহের জন্য সরকারি লাইসেন্সভুক্ত ১৯জন মিলার রয়েছেন। তারাই মূলত প্রতি বছর এই সরকারি চাল সরবরাহ করে থাকেন। তবে এ বছর নোটিশ দিয়েও কাজ হচ্ছে না। খোলা বাজারে চালের মূল্য ৪০-৪২ টাকা কিন্তু সরকারি নির্ধারিত মূল্য ৩৬ টাকা। প্রতি কেজি চালে প্রায় ৪-৬ টাকা লোকসান হচ্ছে বলে চাল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি করেছে বেশ কিছু মিলার। তবে চাল সরবারাহে ব্যর্থ হলে মিলারদের লাইসেন্স বাতিল হতে পারে বলে জানিয়েছে খাদ্য অফিস।

এদের মধ্যে লোমান রাইস মিলের মালিক আলী কদর বলেন, আমার বরাদ্দ ছিল ১শ ২৩ টন চাল। এখনো পর্যন্ত কোন চাল সরবরাহ করতে পারিনি। খোলা বাজারে চালের দাম অনেক বেশি। এছাড়াও ধানও কিনতে হচ্ছে প্রায় ২৬ টাকা কেজি দরে। তাই এবার চাল সরবরাহে বিরাট লোকসানের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তবে পুন:নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই সব চাল সরবরাহ করে দেবো।

খুশি রাইচ মিলের মালিক আজিরুল ইসলাম বলেন, আমার বরাদ্দ ছিল ৮২ মেট্রিকটন। ইতিমধ্যে প্রায় ১০টন মতো সরবরাহ করতে পেরেছি। বাজার মূল্য বেশি দাবি করে তিনি বলেন, লোকসান হলেও লাইসেন্স টিকিয়ে রাখতে বরাদ্দের সব চাল সরবরাহ করবো।

আব্বাস রাইস মিলের মালিক আব্বাস আলী বলেন, আমার বরাদ্দ ৭০ মেট্রিকটন। এখনো পর্যন্ত কোন চাল দিতে পারিনি। তবে আগামী ১০ দিনের মধ্যে ১০-১৫ টন দিবো। বাকি গুলো নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই দেওয়ার চেষ্টা করবো।

বিগত বছর গুলোতে ধান বিক্রির জন্য কৃষকের হুড়োহুড়ি দেখা গেলেও এবছরে এর চিত্র ভিন্ন। ৩ হাজার ১শ ৩০ মেট্রিকটন ধান ক্রয়ের লক্ষ্য মাত্রা থাকলেও অর্জিত হয়েছে মাত্র ১শ ২৭ মেট্রিকটন। প্রতি বছর লটারির মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হয়। এবারও তাইই করা হয়েছে। তবে লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত হওয়ায় লটারি বাদে তালিকাভুক্ত সকল কৃষক ধান বিক্রি করতে পারবে বলা হলেও তাতেও তেমন সাড়া নেই।

সরকারের কাছে ধান বিক্রি কেন করতে রাজি হচ্ছে না এমন প্রশ্নে কয়েকজন কৃষক জানান, সরকারের দাম খোলা বাজারের দাম প্রায় সমান। তাই ঝামেলাই না গিয়ে বাড়ির কাছে আড়ৎদারের মাধ্যমে বিক্রি করছি।

জেলা ভারপ্রাপ্ত খাদ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলেন, আমরা ইতিমধ্যে সকল মিলারদের চাল সরবরাহের জন্য নোটিশ দিয়েছি। তারা অবগত করেছে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চাল সরবরাহ করবেন। যদি এতে ব্যর্থ হয় তবে মিলারদের লইলেন্স কালো তালিকাভুক্ত হবে। একই সাথে লাইসেন্স বাতিলও হতে পারে। খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ব্যবহত হচ্ছে কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে খোলা বাজারের মূল্য বেশি তাই এমনটি হচ্ছে। তবে যেকোন পরিস্থিতিতে সরকারি চাহিদা পূরণ করতে আমরা সক্ষম হবো।

চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুর বাজারে স্থাপন হচ্ছে পুলিশ ক্যাম্প

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ ১০ বছর চেষ্টার পরে চুয়াডাঙ্গা জেলার ভালাইপুর বাজারে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন হতে যাচ্ছে।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার ভালাইপুর বাজারে, ভালাইপুর মোড় বাজার কমিটির উদ্যোগে পুলিশ ক্যাম্প নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বাজার কমিটির সভাপতি জনাব আমির হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদও থানার ওসি তদন্ত লুৎফর কবির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ১৪ নং চিৎলা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব জিল্লুর রহমান, ইসলাম উদ্দিন চেয়ারম্যান, আব্দুস সালাম বিপ্লব চেয়ারম্যান, সৌরভ হোসেন চেয়ারম্যান, আসাদুজ্জামান কবির, আসাদুজ্জামান সুজন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ভালাইপুর মোড় দোকান মালিক সমিতির সদস্যবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রায় এক বিঘা জমির উপরে এই পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। ক্যাম্পের কার্যক্রম এই বছরের ভিতর শুরু করা হবে। ক্যাম্প স্থাপন হলে এলাকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, ভালাইপুর বাজারটি চুয়াডাঙ্গা জেলার পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা। এ বাজারে প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামের লোক সমবেত হয়। কেউবা জীবিকার তাগিদে, কেউ বা ব্যবসায়ীক কাজে।

এই বাজারে প্রতিদিন প্রায় কোটি টাকার লেনদেন হয়। প্রায় ৫০০ টির ও বেশি দোকানে রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক রয়েছে চারটে। স্কুল কলেজ রয়েছে। অথচ এই বাজারে নিরাপত্তা কোন ব্যবস্থা নেই। যার কারণে ব্যবসায়ীরা হতাশা ও আতঙ্কের ভিতরে থাকে। অবশেষে ব্যবসায়ীরা অসার মুখ দেখছে ভালাইপুর বাজারে পুলিশ ক্যাম্প হওয়ার

কুষ্টিয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে একজন নিহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব বিরোধের জেরে দু’দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন (৪৬) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশসহ আহত হয়েছেন ২৫ জন।

সোমবার (৬ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের সান্দিয়ারা বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন কুমারখালী উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের সান্দিয়ারা গ্রামের মো. মোফাজ্জলের ছেলে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান জানান, পান্টি ইউনিয়নের সান্দিয়ারা বাজারে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব বিরোধ নিয়ে দু’দল গ্রামবাসী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এ সময় উভয়পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একে অপরের ওপর হামলা, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে বিল্লাল নামে একজন নিহত হয়েছেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ৬ পুলিশসহ উভয়পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়া জেলা খাদ্য কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা অটো মিল মালিক সমিতির

কুষ্টিয়া অটো এন্ড মেজর হাস্কিং মিল মালিক সমিতির পক্ষ থেকে সদ্য যোগদানকৃত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসার (ডিসি ফুড) এস এম তাহসিনুল হককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কুষ্টিয়া অটো এন্ড মেজর হাস্কিং মিল মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া অটো এন্ড মেজর হাস্কিং মিল মালিক সমিতির সভাপতি হাজী আব্দুস সামাদ ও সাধারণ সম্পাদক হাজী জয়নাল আবেদীন প্রধানের নেতৃত্বে সদ্য যোগদানকৃত এ কর্মকর্তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার খাদ্যবান্ধব সরকার। এই কুষ্টিয়া জেলা দেশের এক তৃতীয়াংশ চালের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। তাই বর্তমান সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করতে সকল মিল মালিকদের এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম বজলুর রহমান, সিনিয়র সভাপতি সহ সভাপতি হাজী লিয়াকত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কোষাধক্ষ্য হাজী আবুল হোসেন সরদারসহ কুষ্টিয়া সদর উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান মোল্লা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার ‘আহার প্রতিদিন’ কর্মসূচি

অব্যাহত

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া আহার প্রতিদিনের ৬ষ্ঠ দিনে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পেশাজীবিদের মধ্যে খাদ্য উপহার বিতরণ করেছে।
কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় গত ১লা জুলাই থেকে কর্মসূচির দ্বিতীয় দফায় প্রতিদিন ১হাজার ব্যক্তিকে খাদ্য উপহার প্রদান করে যাচ্ছে।

তারই ধারাবাহিকতায় সোমবার ৬ষ্ঠ দিনে কুষ্টিয়ার থানাপাড়া, কোর্টপাড়া, মোল্লাতেঘরিয়া, পিটিআইরোড, মজমপুর, চৌড়হাস, বিসিক, বটতৈল, হাউজিং, আমলাপাড়া, এন. এস. রোড, আড়ুয়াপাড়া, বড়বাজার, মিলপাড়া, ছেউড়িয়া, লালনশাহ মাজার এলাকায় মধ্যবিত্ত, চাকুরীজীবি, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবিদের মাঝে খাদ্য উপহার বিতরণ করা হয়।

আহার প্রতিদিন কর্মসূচির পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার্থে সহযোগিতা করার জন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া।
১লা জুলাই থেকে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ব্যক্তিমালিকাধীন বাড়ি বা জমি প্রাঙ্গনে প্রতিদিন বৃক্ষরোপণ এবং সবাইকে বৃক্ষরোপণের প্রতি উৎসাহিত করাসহ সহযোগিতা কামনা করেছে রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার ২০২০-২১ বর্ষের প্রেসিডেন্ট কাজী সামছুন নাহার আলো বলেন, ”কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া গত ১লা জুলাই থেকে আহার প্রতিদিন কর্মসূচির মাধ্যমে কুষ্টিয়াবাসীর পাশে রয়েছে এবং আমরা বিভিন্ন পেশাজীবিদের বাড়িতে খাবার পৌছে দিচ্ছি। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও প্রতিদিন অব্যাহত রয়েছে। ”

ঝিনাইদহে সরকারি কোয়ার্টার ও গোডাউন ভাড়ার রমরমা বাণিজ্য

ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের সরকারি কোয়ার্টারের মধ্যে দোকন নির্মান করে বিক্রয় ও গোডাউন, কোয়াটারের বাসা ভাড়া দিয়ে রমরমা ভাড়া বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। খোজ নিয়ে জানা যায়, বছরের পর বছর সওজ’র বর্তমান এক কর্মচারি ও সাবেক এক কর্মচারি ও সন্তানরা এ অর্থ বাণিজ্যে করে আসছে।

সরোজমিনে অনুসন্ধানে গিয়ে দেখা যায়, ঝিনাইদহ শহরের উপশহর পাড়ায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের সেমি পাকা একটি কোয়ার্টার রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ি সংশিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারি ব্যতিত বহিরাগতরা ব্যবহার বা থাকতে পারিবে না। সরোজমিনে দেখা যায়, কোয়াটারের মধ্যে ৬টি ফ্লাট, ১টি গোডাউন, ২টি দোকার ঘর রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি ফ্লাটে বর্তমানে কর্মরত তিন কর্মচারি আরিফুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম ও আজিজুল ইসলাম বসবাস করেন।

অন্য ৩টি ফ্লাটের মধ্যে একটিতে সাবেক কর্মচারি মৃত শফিক উদ্দিনের পরিবার মানবিক বিবেচনায় বসবাস করে আসছে। অভিযোগ উঠেছে অন্য দুইটি ফ্লাটের একটিতে কর্মচারি না হয়েও শুধু মাত্র জহিরুল ও আজিজুল এর ভাই হওয়ার সুবাধে জাহিদুল ইসলাম নামে একজন বসবাস করছে।

অপর ফ্লাটটি সওজ’র বর্তমানে অফিস সহকারি ও কাম টাইপিষ্ট মোখলেছুর রহমান বহিরাগত একজনের নিকট প্রায় দুই বছর যাবৎ ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। সেখান থেকে তিনি প্রতি মাসে ২হাজার টাকা করে ভাড়া আদায় করে থাকেন। এখানেই শেষ নয় মোখলেছুর রহমান ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সরকারি কাজে ব্যবহৃত গোডাউন বছরের পর বছর বহিরাগতদের নিকট ভাড়া দিয়েছেন।

বর্তমানে গোডাউনটি কোয়ার্টার সংলগ্ন মামুন নামে এক ভাংড়ি ব্যবসায়ীর নিকট ১বছর মেয়াদি ১০হাজার টাকায় ভাড়া দিয়েছেন। অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, সওজ’র আরেক কর্মচারি শফিক উদ্দিন কোয়াটারের জায়গায় অবৈধ ভাবে সেমি পাকা দুইটি দোকান ঘর নির্মান করেন। এর মধ্যে একটি দোকান শফিক উদ্দিন আলমগীর হোসেন নামে একজনের নিকট বিক্রয় করেন। যা পরবর্তিতে আলমগীরে কাছ থেকে প্রায় একযুগ আগে শাহাদত হোসেন নামে এক প্লাস্টিক ব্যবসায়ী ক্রয় করে

গোডাউন হিসাবে ব্যবহার করছে।

সাবেক কর্মচারি শফিক উদ্দিন মারা যাবার পর মানবিক বিবেচনায় তার বিধবা স্ত্রী, সন্তানদের থাকতে দেওয়া হয়। কিন্তু এ সুযোগ ব্যবহার করে মৃত শফিকের ছেলে হারুন অপর দোকান ঘরটি দীর্ঘ দিন ধরে ভাড়া দিয়ে আসছেন। বর্তমানে ১০হাজার টাকার চুক্তিতে প্রতি মাসে ৫০০টাকা করে এই দোকান ভাড়া বাবদ অর্থ আদায় করছেন।

কোয়াটারের বাসা ও গোডাউন ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে সড়ক ও জনপথ বিভাগের অফিস সহকারি ও কাম টাইপিষ্ট মোখলেছুর রহমান বলেন, আমি গোডাউর ভাড়া দেয়নি। আর বাসা ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে বলেন, ভাড়াটিয়াকে বলে দিয়েছি আগামী মাসে বাসা ছেড়ে দিতে।

কোয়াটারের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মুকুর জ্যোতি বসু বলেন, আমি নতুন এসেছি। বিষয়টি আমার জানা নেই। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় প্রতিবন্ধী যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহেরে কোটচাঁদপুরে ইট ভাটার একটি ট্রাক্টরের ধাক্কায় রোহান (১৮) নামে এক প্রতিবন্ধী যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৬জুলাই) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সাফদারপুর মকসেদ মোড়ে এই দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত রোহান সাফদারপুর ইউনিয়নের লক্ষিকুন্ড গ্রামের (খাঁন পাড়ার) ফসিয়ারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার সকালে প্রতিবন্ধী রোহান বাড়ি থেকে পায়ে হেটে সাফদারপুর বাজারে আসছিলেন। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা (মকসেদ মোড়ের) রিপন ব্রীক্সসের একটি ট্রাক্টর বেপরোয়া গতিতে ঘটনাস্থলে পৌছে প্রতিবন্ধী ওই যুবককে সজোরে ধাক্কা দেয়। দূর্ঘটনায় ট্রাক্টরের চাকায় প্রতিবন্ধী যুবকের শরীর পিষ্ট হয়ে

যায়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

এব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।